







বর্ণ ও বর্ণমালা ঃ ধ্বনির লিখিত রূপকে বর্ণ বলা হয়। বর্ণের সমষ্টিকে বলা হয় বর্ণমালা। সংস্কৃত ভাষায় বর্ণ দুই প্রকারঃ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। ১৩ টি স্বরবর্ণ ও ৩৫ টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত হয় সংস্কৃত বর্ণমালা। স্বরবর্ণ ঃ যেসব বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হয়, তাদেরকে স্বরবর্ণ বলে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরবর্ণ ১৩ টি। স্বরবর্ণ দুই প্রকার ঃ ব্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর। **হ্রস্বর ঃ** যে সব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে, তাদের হ্রস্বস্বর বলে। (अ,इ,उ,ऋ,ल) এই ৫ টি হ্রস্বর। দীর্ঘস্বর ঃ যে সব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে বেশী সময় লাগে, তাদের দীর্ঘস্বর বলে। (आ,ई,ऊ,ऋ,ए,ऐ,ओ,औ) এই ৮ ि मीर्घस्रत । অ, আ, ও, ঔ - এই স্বরবর্ণগুলি দুই ভাবে লেখা যায়।





